APR 1(4)2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী (৫০ বছর পূর্তি) উৎসব হয়ে গেল গত ২৯ মার্চ। এ উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। ২৮ মার্চ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি। পরদিন অর্থাৎ ২৯ মার্চ ছিল দিনব্যাপী নানা ধরনের অনুষ্ঠান। আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ, পুরস্কার বিতরণী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি নানা আয়োজনে ঠাসা ছিল এ দিনটি। নতুন-পুরাতন মিলিয়ে ৬ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সেদিন ঝলমলিয়ে উঠেছিল।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে। বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর জিন্নাতুন্নেসা তাহমিদা বেগম। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন বৃটেনের 'অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রফেসর ফারহান এ. নিজামী। প্রফেসর নিজামী 'দা রোল অব ইসলামিক হিস্টরী' শিরোনামে পঠিত এক প্রবন্ধে ইসলামের গৌরবময় যুগের নানাদিক তুলে ধরেন।

আলোচনা সভা শেষে শুরু হলো অভিনব পুনঃমিলন দৃশ্য। দীর্ঘদিন পর পুরনো বন্ধুদের খুঁজে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত বিভাগের পুরনো ছাত্র-ছাত্রীরা। যুবক মধ্যবয়স থেকে শুরু করে পক্বকেশ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও দেখা গেল। শিক্ষকদের সঙ্গেও চলছিল পুরনো ছাত্র-ছাত্রীদের নানা কথোপকথন। শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বাধার দেয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিল।

১৯৪৮ সালে প্রফেসর ড. আব্দুল হালিমের তত্ত্বাবধানে গুটিকয়েক শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম এই বিভাগটির। দু'বছর পর ১৯৫০ সালে চালু হয় অনার্স ও এমএ কোর্স। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ এ বি এম হাবিবুল্লাহ ছিলেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রথম নিয়মিত বিভাগীয় প্রধান। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ প্রতিষ্ঠার পিছনেও তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। একই সঙ্গে ঢাকা জাদুঘরের একজন কিউরেটর হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে এসব কিছুর বাইরে একজন গবেষক ও ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবেই ড. এ বি এম হাবিবুল্লাহ অর্জন করেছেন ব্যাপক পরিচিতি। তার গবেষণাধর্মী ইতিহাস গ্রন্থের সংখ্যা সাতটি। এগুলোর মধ্যে দা ফাউন্ডেশন অব মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, বেলায়েতনামা, আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব এবং সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য।

এ বিভাগেরই আর এক প্রথিতযশা শিক্ষক ঐতিহাসিক এস এম ইমামুদ্দীন। তার লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ১৩টি। এগুলোর মধ্যে আরব মুসলিম এডমিনিস্ট্রেশন, পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব দা মুসলিম, এ মডার্ন হিস্ট্রি অব দা মিডিল ইস্ট এন্ড নর্থ আফ্রিকা, ভলিয়ম-১, এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন, দা তারিখ-ই-শের শাহী অব আব্বাস মান পারওয়ানী-ইত্যাদি বহুল পঠিত।

অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদারের লেখা হোসেন শাহী- বাংলা, এ জেনারেল গাইড টু দা ঢাকা মিউজিয়াম, মধ্যযুগের বাংলা প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন, বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসহ নানা বিষয়ে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সম্মেলন কক্ষে ছিল আলোচনা, স্মৃতিচারণ ও পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মনোজ্ঞ আয়োজন। অনুষ্ঠানে 'ফিরে দেখা : বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার কতিপয় দিক' বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিট্যাস প্রফেসর ডঃ এ বি এম হোসেন। এ বি এম হোসেন তার মূল্যবান বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানা সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি তার প্রবন্ধে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের তুলনায় প্রশাসকের সংখ্যা ৩ গুণ বেশী এবং শিক্ষকরা শিক্ষাদানের চেয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনেই বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

সভাপতির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুফিয়া আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার নানা ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করেন। তিনি ছাত্র শিক্ষকদের প্রতি সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি থেকে সরে এসে পাঠদান ও পাঠ অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করার আবেদন জানান।

আলোচনা পর্বের পর শুরু হয় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা ও প্রশংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠান। এই পুরস্কার বিতরণের আয়োজক ও উদ্যোক্তা ছিলেন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর হাবিবা খাতুন। স্মৃতিচারণ শেষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবে দর্শকরা সবচেয়ে বেশী আনন্দ পান বিভাগের সাবেক ছাত্র ও শিক্ষক তাজুল ইসলাম হাশমীর পরিবেশিত সঙ্গীতে। এসব অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে ছিল আপ্যায়ন পর্ব। সবশেষে রাতের ডিনারের ব্যবস্থা ছিল টিএসসি'র ক্যাফেটেরিয়ায়।

□ মাহমুদা আক্তার রোজী